সংবাদ

তারিখ ... 0 6 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বদরগঞ্জের গোপালপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হয়নি ৭ বছরেও

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে গোপালপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির অভাবে ৭ বছর ধরে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে।

জানা গেছে, উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল গোপালপুরে নারী শিক্ষার প্রাধান্য দিয়ে গোপালপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয় ২০০০ সালে। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সাত্তার এক একর জমি দান করে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫১ জন। শিক্ষক ৬ জন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২ জন। বিদ্যালয়টি একাডেমিক স্বীকৃতি পায় ২০০৫ সালে। ২ বছরে ২ জন জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। টিনশেড মাটির ঘরে শ্রেণী কক্ষ। প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে টিনশেড পাকা শ্রেণী কক্ষের কাজ রয়েছে অসমাপ্ত। সহকারী শিক্ষক মোস্তাজার রহমান, আবু বক্কর সিদ্দিক, অফিস সহকারী রওশন আলী জানান, তারাই একমাত্র সংসারের উপার্জনকারী ব্যক্তি। অথচ ৭ বছর ধরে শিক্ষকতা করে একটি টাকাও ঘরে নিয়ে যেতে পারেনি। সহায় সম্বল যেটুকু ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে ইতোমধ্যে।

চাকরির ফাঁকে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন অমর্যাদাকর কাজ করতে হয় তাদের। ছেলেমেয়েরা খেয়ে না খেয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্তির আশাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। কিন্তু এই আশা কবে পূরণ হবে তা কেউ বলতে পারে না। প্রধান শিক্ষক রায়হান আলী জানান, গত সরকারের সময়ে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়নি। ৭ বছর ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। এলাকার সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্বিষহ জীবনের অবসান এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি রক্ষার্থে গোপালপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

বদরগঞ্জ (রংপুর) : গোপালপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাংশ —সংবাদ